জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

‘হয়-ঔচিত্য’ সমস্যা : সম্ভাব্য সমাধানের পথ

মো. কোরবান আলী*

Abstract

There is disagreement in moral philosophy as to whether or not factual statements can be valued. According to some moral philosophers, it is not possible to logically deduce value from fact, that is, it is not possible to logically deduce value statement (ought) from factual statement (is). For example, David Hume, non-naturalist philosophers, R. M. Hare may specifically mention. On the other hand, according to some philosophers, we can evaluate factual statements by assigning evaluative terms like ‘ought’, ‘ought not’ to them, in the sense that the fact can be judged on how good or bad the fact can be for society and the individual. Philosophers who hold this view say that fact and value are interrelated and that value can be deduced from fact. In this article, an attempt has been made to find a possible solution to the problem of “fact-value” or “is-ought”.

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

‘হয়-ঔচিত্য’ সমস্যাটি পরানীতিবিদ্যা তথা দর্শনের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে পরিচিত। যুগ যুগ ধরে দর্শনের ইতিহাসে সমস্যাটি জিইয়ে রয়েছে এবং সমাধানের চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও আবার নতুন সমস্যা তৈরি করেছে। অনেকের মতে ‘হয়-ঔচিত্য’ তথা তথ্য ও মূল্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে এবং তথ্য ও মূল্য শব্দের মধ্যে যৌক্তিক কারণেই কোনো সেতুবন্ধন সম্ভব নয়। আবার অনেক দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে তথ্যমূলক বাক্য থেকে কোনো মানমূলক বাক্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা ছাড়াই মানমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রবন্ধে ‘হয়-ঔচিত্য’ সমস্যাটিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাটির সম্ভাব্য সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া নীতিদর্শন ও নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষের একধরনের অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এই অনাগ্রহতা দূর করার জন্য এ ধরনের গবেষণার যৌক্তিকতা আছে। এই প্রবন্ধটি দার্শনিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং বর্ণনামূলক বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, গ্রন্থ, জার্নাল, ইন্টারনেট উপকরণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধারণা ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা-কর্মটিতে ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে “হয়-ঔচিত্য” সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভূমিকা

নীতিদার্শনিকদের কেউ কেউ ‘তথ্য-মূল্য’ সমস্যাটিকে নীতিদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলেছেন, আবার কেউ কেউ এটাকে নীতিদর্শনের কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। [১]

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই সমস্যাটি এত গুরুত্বপূর্ণ? এবং কেনইবা অনেক নীতিদার্শনিক এই সমস্যাটি সমাধানে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন? আর. এম. হেয়ার (R. M. Hare)এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: 'নীতিশাস্ত্র (নীতিদর্শন) অধ্যায়নের জন্য অন্যতম প্রধান উৎসাহ হিসেবে আশা করা হয়েছিল যে এর অধ্যায়ন খুব কঠিন নৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়া লোকদের জন্য সহায়ক হতে পারে।'[২] অধিকন্তু, বর্তমান সময়ে নীতিদর্শনের যেকোনো আলোচনায় যেহেতু এই সমস্যাটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, কাজেই 'হয়-ঔচিত্য সমস্যা'টির একটি প্রায়োগিক গুরুত্ব রয়েছে বলা যেতে পারে।

তাছাড়াও ডেভিড হিউম (David Hume)তাঁর *A Treatise on Human Nature* গ্রন্থের অধ্যায়-৩, পর্ব ১, সেকশন-১ এ 'তথ্য-মূল্য সমস্যার' গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট একটি বর্ণনা দেওয়াতে এটি নীতিদর্শনের ইতিহাসে কেন্দ্রীয় সমস্যার মর্যাদা পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। উক্ত গ্রন্থাংশে হিউম বলেন যে,

> এ পর্যন্ত আমার যতগুলো নৈতিক পদ্ধতি বা মতবাদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটি মতবাদে আমি সবসময় লক্ষ করেছি যে, প্রত্যেকটি মতবাদের উদ্যোক্তা (author) কোন এক সময় যুক্তির সাধারণ পন্থায় অগ্রসর হন এবং ঈশ্বরের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বা মানুষের কার্যকলাপ বিষয়ক আলোচনায় লিপ্ত থাকেন। তারপর তিনি 'কী হয়' (is) এবং 'কী হয় না' (is not) সম্পর্কীয় কোন যৌক্তিক বাক্য সংযোগ করার পরিবর্তে হঠাৎ করে 'কী হওয়া উচিৎ' (ought) ও 'কী হওয়া উচিৎ নয়' (ought not) সম্পর্কীয় উদ্ভট যৌক্তিক বাক্য স্থাপন করে বসে থাকেন বলে আমি অবাক হয়ে দেখতে পাই। এই পরিবর্তনটি অপ্রত্যক্ষণীয়, কিন্তু তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এই 'উচিৎ' ও 'উচিৎ নয়' - কোন নতুন সম্বন্ধ বা স্বীকৃতিকে প্রকাশ করে, সেহেতু এটাকে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক। আর এই সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কতগুলি সম্বন্ধ থেকে কীভাবে অবরোহী পদ্ধতিতে অনুমান করা হলো-যা আমার কাছে অবোধগম্য বলে মনে হয়-তার সমর্থনে একই সময়ে যুক্তি দেওয়া উচিৎ। কিন্তু উদ্যোক্তারা এই সতর্কতা সাধারণত অবলম্বন করেন না, সেহেতু আমি পাঠকদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে মনস্থ করি। আর আমি মনে করি, এই সামান্য সতর্কতাটুকু অবলম্বন করা হলে নৈতিকতার সব অমার্জিত মতবাদগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা দেখতে পাবো যে, অসদগুণ ও সদগুণের মধ্যকার পার্থক্য নিছক বস্তুসমূহের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বা বুদ্ধি দিয়েও তা প্রত্যক্ষিত হয় না।[৩]

ম্যাক্স ব্লেক (১৯০৯-১৯৮৮)[৪] হিউমের এই ধারণাটিকে 'Hume's Guillotine' নামে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, হিউম যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে: তথ্যমূলক অবধারণ এবং মূল্যায়নমূলক অবধারণ মৌলিকভাবে পৃথক, এবং কোন বিশুদ্ধ তথ্যমূলক অবধারণ যৌক্তিকভাবে কোন মূল্যায়নমূলক অবধারণকে নিঃসৃত করে না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই আমরা তথ্যমূলক আশ্রয়বাক্য থেকে মূল্যায়নমূলক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হতে দেখি। নিচের যুক্তিটি বিবেচনা করা যাক:

আশ্রয়বাক্য P: 'ক' নামক কাজটি করা এবং 'ক' নামক কাজটি না করার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, যদি আমরা 'ক' নামক কাজটি সম্পাদন করি, একটি শিশু দীর্ঘদিনের জন্য তীব্র কষ্ট পাবে। এটা ছাড়া আর সবকিছু একই হবে।

সিদ্ধান্ত Q. সুতরাং 'ক' নামক কাজটি না করাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হবে।

তাহলে এক্ষেত্রে এটা নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে যে, যেকোনো জায়গায় যেখানে 'চ' সত্য সেখানে 'ছ' সিদ্ধান্তটিও সত্য হবে। সুতরাং P, Q কে নিঃসৃত করে। তাহলে কেন দার্শনিকেরা মনে করেন যে, তথ্য এবং মূল্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে বা আদৌ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়?

হিউম নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, 'হয়' এবং 'ঔচিত্যের' মধ্যে যে পার্থক্য তা এই কারণে যে, ঔচিত্য অবধারণগুলো আমাদের আচরণের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু তথ্যমূলক তথা হয়মূলক অবধারণগুলো আমাদের আচরণের সাথে সম্পর্কিত নয়। হিউম বলেন:

> যেহেতু স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া এবং অনুভূতির উপর নৈতিকতার একটি প্রভাব রয়েছে, কাজেই যুক্তি কর্তৃক ক্রিয়া এবং অনুভূতি নিঃসৃত হতে পারে না এবং যুক্তির নিজের মধ্যে এমন ধরনের কোনো প্রভাব থাকতে পারে না। নৈতিকতা আবেগ-অনুভূতি জাগ্রত করে এবং ক্রিয়া উৎপাদন করে অথবা ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে থাকে। এক্ষেত্রে যুক্তি একেবারে অক্ষম, কাজেই নৈতিকতার নিয়মসমূহ আমাদের যুক্তির সিদ্ধান্ত হতে পারে না।[৫]

তাছাড়া আরও বিভিন্ন দার্শনিক যেমন, আর. এম. হেয়ার, এ. এন. প্রিয়র, নোয়েল স্মিথ, জে. আর. সার্লে প্রমুখ উক্ত অনুচ্ছেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৬] কিন্তু তাঁদের সকলের ব্যাখ্যার মধ্যে একটা বিষয় সাধারণভাবে বর্তমান আর তা হচ্ছে, একগুচ্ছ তথ্যমূলক উক্তি থেকে কোনো অনুজ্ঞামূলক উক্তি তথা মূল্যায়নমূলক উক্তি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হতে পারে না। সহজভাবে যেটিকে বলা যায় 'হয়' থেকে 'ঔচিত্য' নিঃসৃত হতে পারে না। এই ধারণা থেকে বলা যায় যে 'হয়-ঔচিত্য সমস্যাটি' হচ্ছে নৈতিক যুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা।

'হয়-ঔচিত্য' সমস্যাটির সম্ভাব্য সমাধান

উক্ত 'হয়-ঔচিত্য সমস্যাটি' স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসেবে মানব ভ্রূণের বিকাশসাধন সংক্রান্ত তথ্যকে বিবেচনা করা যেতে পারে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে (Nomologically) আমাদের পক্ষে এটা দাবি করা সম্ভব যে আমাদের কাছে এমন সব বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে যাতে করে খুব সহজেই দেখানো যেতে পারে যে, কীভাবে মানব ভ্রূণ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণাঙ্গ মানব সত্তা বিকাশ লাভ করে থাকে। অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে আমরা অতি সাম্প্রতিককালে সম্পন্ন মানব জিন প্রজেক্টের (human genom project) তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। সকল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, গর্ভপাত (অথবা অনাগত মানব সত্তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা) হয় নিষিদ্ধ? অথবা এ রকম সিদ্ধান্ত যে 'গর্ভপাত নৈতিকভাবে অন্যায্য' অথবা 'গর্ভপাত করা উচিত নয়?' এই 'হয়-ঔচিত্য সমস্যা'টির ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে, হয় এটাকে মীমাংসা করা অথবা এটাকে পরিত্যাগ করা। যেহেতু এটা সত্যিকার অর্থে নৈতিক যুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা, তাই কীভাবে নৈতিক যুক্তি প্রক্রিয়া কাজ করে সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দিতে পারলে উক্ত সমস্যাটির ক্ষেত্রে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে।

এই উদ্দেশ্যে এবং চূড়ান্তভাবে উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে দুটো কাজ করা যেতে পারে। প্রথমত, উক্ত সমস্যার সমাধানের নিমিত্তে আর. এম. হেয়ার এবং ফিলিপা ফুট প্রদত্ত দুটি ভিন্ন কৌশল আলোচনা করা, এবং তারপর উক্ত দুটি কৌশলের সবল ও দুর্বল দিক মূল্যায়ন করা। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টা দেখানোর মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা যেতে পারে তা হচ্ছে: 'হয়-ঔচিত্য সমস্যা'টি কেবলমাত্র তথ্যমূলক উক্তি থেকে অনুজ্ঞামূলক উক্তির নিঃসরণজনিত

ব্যাপারের সাথেই জড়িত নয় বরং কীভাবে যুক্তিযুক্ত নৈতিক অবধারণ গঠন করা উচিত তার সাথেও জড়িত।

যেহেতু বিতর্কটা হচ্ছে উক্ত সমস্যাটিকে যথার্থ পন্থায় উপলব্ধি করতে পারা সংক্রান্ত, তাই 'হয়-ঔচিত্য সমস্যা'টি সমাধান করতে এ সংক্রান্ত দুটি পারস্পরিক স্বতন্ত্র অবস্থানকে বিবেচনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি মত দাবি করে যে, একগুচ্ছ তথ্যমূলক উক্তি থেকে একটি অনুজ্ঞামূলক উক্তি নিঃসৃত করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। অন্য মতটি এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে দাবি করে যে, কিছু নির্দিষ্ট শর্তে আমরা একগুচ্ছ তথ্যমূলক উক্তি থেকে একটি অনুজ্ঞামূলক উক্তি নিঃসৃত করতে পারি। যদিও সমস্যাটি সংক্রান্ত উক্ত দুটি অবস্থান হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, তারপরও উভয় দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একটা কথা সত্য যে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে যে 'হয়-ঔচিত্য সমস্যাটি' হচ্ছে তথ্যমূলক উক্তি থেকে অনুজ্ঞামূলক উক্তির নিঃসরণজনিত সমস্যা। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দুটির প্রবক্তা হচ্ছেন যথাক্রমে আর. এম. হেয়ার এবং ফিলিপা ফুট।

আর. এম. হেয়ার

আর. এম. হেয়ার হচ্ছেন প্রথম অবস্থানের একজন প্রবক্তা। *Freedom and Reason* শীর্ষক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে[৭] তিনি 'হয়' থেকে যে 'ঔচিত্যে' যাওয়া যায় না এর পক্ষে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন:

১. নৈতিক অবধারণ কাজের নির্দেশনা ছাড়া আর কিছুই নয়। উক্ত নির্দেশনা সত্য নাকি মিথ্যা তা আমরা জানি না। পরিবর্তে আমরা কেবল এটা জানি যে, কীভাবে তাদেরকে বিশ্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২. নৈতিক যুক্তিকে মূল্যায়ন করতে, উক্ত যুক্তির আশ্রয়বাক্যের সাথে যে সমস্ত তথ্য বা ঘটনা জড়িত তাদের দিয়ে শুরু করা উচিত। কিন্তু শুধুমাত্র তথ্য বা ঘটনামূলক আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নৈতিক অবধারণযুক্ত সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হতে পারে না।

৩. এবং যেহেতু তথ্য বা ঘটনামূলক আশ্রয়বাক্য অনিবার্যভাবে নৈতিক অবধারণযুক্ত সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করে না, এক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে একটি আশ্রয়বাক্য নৈতিক অবধারণমূলক হতে হবে। কাজেই এই জাতীয় নৈতিক যুক্তিকে মূল্যায়ন করতে আমাদেরকে দেখা প্রয়োজন সেই ভিত্তিশীল নৈতিক অবধারণকে যা হয় উহ্য রয়েছে অথবা উক্ত যুক্তির ক্ষেত্রে অনুমিত হয়েছে।

হেয়ার যে বিষয়টি নির্দেশ করার মাধ্যমে 'হয়-ঔচিত্য সমস্যার' সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন তা হচ্ছে- নৈতিক অবধারণ প্রাকৃতিক বা জাগতিক কোনো বর্ণনা নয়। যখন আমরা কিছু বিশেষ ধরনের কাজকে নৈতিকভাবে ভাল বলে থাকি, তখন আমরা বস্তুত উক্ত কাজের উপর নৈতিক ভালত্বের কোন গুণকে আরোপ করি না। পরিবর্তে আমরা পরামর্শ বা নির্দেশনা দিই যে উক্ত কাজটিকে বিশ্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা উচিত। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে যেসব নৈতিক অবধারণ গঠিত হয়, তাতে এটা স্পষ্ট যে সেক্ষেত্রে যে ধরনের তথ্যই সরবরাহ করা হোক না কেন তা থেকে অনিবার্যভাবে অনুজ্ঞামূলক বাক্য নিঃসৃত হবে না। একটি নৈতিক যুক্তির বৈধতা নির্ণয় করতে, আমাদের উক্ত যুক্তির আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যে সুপ্তভাবে অবস্থান করা নৈতিক দাবিকে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এবং এভাবেই আমরা একটি অনুজ্ঞামূলক উক্তিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে নিঃসৃত করতে পারি।

উপরে বর্ণিত হেয়ার-এর প্রথম দাবিটি আমাদেরকে নৈতিক গুণসমূহের একধরনের অ-প্রাকৃতিক তত্ত্ববিদ্যাকে স্বীকার করতে বলে।[৮] এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হেয়ার-এর প্রদত্ত সমাধান নৈতিক যুক্তিকে মূল্যায়ন করতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে কিনা। আপাত দৃষ্টিতে সমস্যাটি হচ্ছে যে যদি আমরা হেয়ারের প্রথম দাবিটিকে (নৈতিক অবধারণ কাজের নির্দেশনা ছাড়া আর কিছুই নয়) গ্রহণ করি, তারপরও নৈতিক যুক্তির বৈধতা নির্ণয়ের যে মূল্যায়নমূলক কৌশল তাতে ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু এ বিষয়টি অতি সহজেই হেয়ার কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে।

হেয়ার যা বলতে চান তা হচ্ছে, যেহেতু আমাদেরকে নৈতিক যুক্তির পশ্চাতে সুপ্ত অথবা সুস্পষ্ট নৈতিক আশ্রয়বাক্যকে খুঁজে পেতে হবে, কাজেই আমাদেরকে সেই আশ্রয়বাক্যকে যুক্তির অংশ হিসেবেই দেখা উচিত হবে। যদি আমরা এই শর্তটি মেনে নিই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যেকোনো নৈতিক যুক্তিই একটি সহানুমান ছাড়া আর কিছু নয়, যার প্রধান আশ্রয়বাক্য হচ্ছে একটি নৈতিক অবধারণ, অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি হচ্ছে একটি তথ্যমূলক অবধারণ এবং সিদ্ধান্তটি হচ্ছে একটি নৈতিক অবধারণ। এর ফলে আমরা উক্ত নৈতিক যুক্তিটির বৈধতা এমনভাবে নির্ণয় করতে পারি যেন আমরা একটি সহানুমানের বৈধতা নির্ণয় করছি। এই কৌশল কীভাবে ফলপ্রসু হতে পারে তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারি:

ধরা যাক, 'Ax' হচ্ছে 'একটি বিশেষ কাজ', 'Kx' মানে 'হত্যা', এবং 'Mx' নির্দেশ করে 'নৈতিকভাবে অন্যায্য' এবং একটি তথ্যমূলক উক্তি হচ্ছে "$(\exists x)(Ax.Kx)$"। তাহলে কীভাবে আমরা "$(\exists x)\ (Ax.Mx)$" ধরনের অনুজ্ঞামূলক উক্তিতে পৌঁছাতে পারি? এক্ষেত্রে হেয়ারএর সহজ সমাধান হচ্ছে লুকানো বা উহ্য আশ্রয়বাক্যটিকে খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষেত্রে লুকানো আশ্রয়বাক্যটি হচ্ছে: "$(x)(Kx \supset Mx)$"। অবশ্যই এটা সুস্পষ্ট যে, লুকানো আশ্রয়বাক্যটি একটি নৈতিক দাবি। তাহলে "$(x)(Kx \supset Mx)$" এবং "$(\exists x)(Ax.Kx)$" আশ্রয়বাক্য দুটি থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে "$(\exists x)(Ax.Mx)$" সিদ্ধান্ত বাক্যটি পেতে পারি। কাজেই উক্ত নৈতিক যুক্তিটি বৈধ।

ফিলিপা ফুট

অন্যদিকে ফিলিপা ফুট-এর কৌশল হেয়ার-এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। তিনি দাবি করেন যে, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত প্রয়োগ করে আমরা 'হয়' থেকে 'ঔচিত্য' কে নিঃসৃত করতে পারি। তাঁর 'Moral Arguments' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি কীভাবে এটি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাঁর মতে:

১. নৈতিক অবধারণ সবসময় কাজের নির্দেশনা বুঝায় না; এগুলো মূল্যায়নমূলক অবধারণও হতে পারে।[৯]

২. অন্ততপক্ষে নৈতিক অবধারণের উপসেটের ক্ষেত্রে আমরা তথ্যমূলক উক্তি থেকে মূল্যায়নমূলক সিদ্ধান্তকে অনুমান করতে পারি।[১০]

৩. এই তথ্যমূলক উক্তিগুলো নৈতিক অবধারণের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ সরবরাহ করতে পারে।[১১]

৪. বিষয়টা সব সময়ের জন্য এমন নয় যে আমরা 'হয়' থেকে 'ঔচিত্য' নিঃসৃত করতে পারি না।[১২]

ফিলিপা ফুট বলেন, আমরা 'হয়-ঔচিত্য সমস্যাটির' বাইরে না গিয়েই উক্ত সমস্যাটির সমাধান করতে পারি। 'হয়' এবং 'ঔচিত্য' পার্থক্যটি 'তথ্য' এবং 'মূল্য' পার্থক্যের সাথে সদৃশ-এই ধারণাটি বিবেচনায় রেখে উক্ত সমস্যাটির একটি সমাধান পেশ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য 'তথ্য' এবং 'মূল্যের' ধারণাটি জি. ই. ম্যুর-এর 'ভাল' ধারণার বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভুত। সুতরাং মনে হচ্ছে যে ফিলিপা ফুট-এর প্রথম (১) বক্তব্যটি আদৌ সমস্যাজনক নয় কেননা যেহেতু আমরা স্বীকার করি যে, তথ্যমূলক অবধারণসমূহ বৃহত্তর নৈতিক অবধারণের শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে, ফিলিপা ফুট যা দাবি করেন তাঁর কৌশল দ্বারা তিনি সত্যিকার অর্থে সেখানে পৌঁছাতে পারছেন কিনা? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে ফিলিপা ফুট প্রদত্ত একটি উদাহরণ লক্ষ করতে হবে। তিনি বলেন যে, কীভাবে 'অভদ্রতা'(rudeness) এর ধারণাটি যথাযথভাবে আরোপিত হয়, সেটি দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে "জিম হয় অভদ্র" উক্তিটি বিবেচনা করা যাক। এই তথ্যমূলক উক্তিটি অর্থপূর্ণ হবে কি হবে না তা নির্ভর করছে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে সেটি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর। সুতরাং মূল্য দাবির প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত তথ্যমূলক উক্তিসমূহকে বিবেচনা করা যাক:

(১) জিম একটি কোম্পানির প্রেসিডেন্টের অফিসে গেছে।

(২) জিম সেখানে কোম্পানির প্রেসিডেন্টের কাছে একটি চাকুরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছে।

(৩) জিমের সাথে কোম্পানির কোনো পূর্ব সম্পর্ক নেই।

..... (এর অর্থ এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচিত হবে।)

(৪) জিম একটি টুপি পরেছে।

উপর্যুক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে 'হয়-ঔচিত্য সমস্যাটি' একটি প্রশ্নের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, আর তা হচ্ছে: প্রদত্ত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে (অন্যান্য বিষয়ও বিবেচিত হবে) আমাদের জিমকে অভদ্র হিসেবে বিবেচনা করা উচিত কিনা? প্রেক্ষাপট এমন হলে এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কেউ জিমকে অভদ্র বলতে পারে। কেননা সে কোম্পানির প্রেসিডেন্টের কাছে টুপি পরে চাকুরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছে, এটা অভদ্রতা।

ফিলিপা ফুট সরলভাবে যে বিষয়টি বুঝাতে চান তা হচ্ছে এই যে, নির্দিষ্ট তথ্যমূলক শর্ত ছাড়া মূল্যায়নমূলক উক্তি কোনো অর্থ তৈরি করতে পারে না। এটা সুস্পষ্ট যে, যদি প্রদত্ত তথ্য পরিবর্তিত হয়, অথবা অন্য কোন অতিরিক্ত তথ্য বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, তাহলে তার সাথে নৈতিক অবধারণও পরিবর্তিত হতে পারে। জিমের অভদ্রতা বিষয়ক উপরের উদাহরণটিকে বিবেচনা করে এই বিষয়টিকে আমরা সহজেই দেখাতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমরা যে অতিরিক্ত তথ্য যোগ করতে পারি তা হচ্ছে- জিমের দেশে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ বা সভায় মাথায় টুপি পরা প্রশংসনীয় কাজ বলে বিবেচিত। আমরা যদি এই তথ্যকে স্বীকৃতি দিই এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে "জিম হয় অভদ্র" এই উক্তিটি নিঃসৃত হয় না। এটি প্রমাণ করে যে তথ্যমূলক শর্তসমূহ মূল্যায়নমূলক অবধারণের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সরবরাহ করে থাকে। কাজেই, একগুচ্ছ তথ্যমূলক অবধারণ থেকে নৈতিক অবধারণ নিঃসরণের ক্ষেত্রে, অন্ততপক্ষে মূল্যায়নমূলক নৈতিক অবধারণ নিঃসরণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব।

একগুচ্ছ তথ্যমূলক অবধারণ থেকে একটি অনুজ্ঞামূলক (মূল্যায়নমূলক) অবধারণ নিঃসরণজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে হেয়ার ও ফুট এর কৌশলগুলো দুটি ভিন্ন সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উভয় প্রচেষ্টারই কৃতিত্ব আছে এবং সাথে সাথে তাদের নির্দিষ্ট কিছু ত্রুটিও আছে। যাই হোক, এককথায় উভয়ের প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করার একটি পথ আছে, আর তা হচ্ছে 'হয়-ঔচিত্য সমস্যাটির' স্বরূপ সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা।

এটিকে মনে করা যেতে পারে, পূর্বে বর্ণিত হিউমের অনুচ্ছেদটির (হিউমের আইন) মতো নৈতিক যুক্তি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কজনিত সমস্যা। নৈতিক যুক্তি প্রক্রিয়াকে দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে বোধগম্য করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতিটিকে আমরা বলতে পারি 'উপর-নিচ' (top-down) পদ্ধতি, এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলতে পারি 'নিচ-উপর' (down-top) পদ্ধতি।

উপর-নিচ পদ্ধতিটি নৈতিক যুক্তির নিঃসরণ অথবা অবরোহণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অর্থাৎ নৈতিক যুক্তিকে দেখতে হবে, একগুচ্ছ তথ্যমূলক উক্তি থেকে অর্থপূর্ণভাবে একটি নৈতিক দাবির নিঃসরণ হিসেবে (অথবা Hare এর ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে একটি নৈতিক উক্তির সংযোজন হিসেবে)। নৈতিক যুক্তির ক্ষেত্রে এই ধরনের দৃষ্টিপাত, নৈতিকতাকে নৈতিক নীতিসমূহ গঠন করার একটি নিয়ন্ত্রিত গণনাযন্ত্রে পরিণত করে, যা কেবল নৈতিক কাজের ক্ষেত্রে মূল্যায়নমূলক উপাদানসমূহ করে থাকে। কিন্তু নৈতিকতা কি আসলে তাই?

'হয়-ঔচিত্য সমস্যাটি' সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য এরিস্টটল এর *On the Motion of Animals* গ্রন্থের অধ্যায় ৭-এ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি বলেন:

> তবে কীভাবে এই চিন্তাধারা (অর্থাৎ বোধ, কল্পনা এবং যথাযথ চিন্তাভাবনা) কখনও কখনও ক্রিয়া দ্বারা অনুসরণ করা হয়, কখনও কখনও হয় না; কখনও কখনও চলাফেরায় অনুসরণ করা হয়, কখনও কখনও হয় না। এর ফলে বিজ্ঞানের স্থাবর বস্তু সম্পর্কে অনুমান এবং চিন্তনের বিষয়কে সমান্তরাল বলে মনে হয়। চিন্তনের ক্ষেত্রে ফলাফল জ্ঞাত সত্য (কারণ, যখন কেউ দুটো আশ্রয়বাক্য কল্পনা করে, তৎক্ষণাতই সে সিদ্ধান্তকে ধারণ এবং অনুভব করে থাকে), কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটো আশ্রয়বাক্য থেকে যে সিদ্ধান্ত আসে তা একটি ক্রিয়া।[১৩]

উক্ত উদ্ধৃতাংশে এরিস্টটল যে বিষয়টি দেখাতে চান তার সাথে হিউম-এর দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছু মিল রয়েছে। তাঁরা উভয়েই দুটি স্পষ্ট পদ্ধতিতে যুক্তি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। প্রথম পদ্ধতিটি হচ্ছে যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যবহারিক পদ্ধতি।

প্রথম পদ্ধতিটি প্রকৃতপক্ষে একটি আরোহ যুক্তি উপস্থাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা একটি যুক্তির সিদ্ধান্তকে সত্য বলে নিশ্চিত করতে পারি যদি তা আশ্রয়বাক্যকে অনুসরণ করে অনিবার্যভাবে অনুসৃত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অর্থাৎ ব্যবহারিক পদ্ধতিটি সিদ্ধান্তের সত্যতাকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে না, এটা শুধু বলে যে কেন একটি বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

এরিস্টটল আরও বলেন:

> এইভাবে জীবিত প্রাণিরা চলাচল করতে এবং কাজ করতে বাধ্য হয়, এক্ষেত্রে কামনা হচ্ছে চলাফেরার চূড়ান্ত বা তাৎক্ষণিক কারণ এবং কামনাটি উপলব্ধির পরে অথবা কল্পনা এবং ধারণার

> পরে উদ্ভূত হয়। এবং যে জিনিসগুলো এখন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে তা আকাঙ্ক্ষা, কামনা, ক্ষুধা বা প্ররোচনার প্রভাবে তৈরি হয়ে থাকে। [১৪]

এটা একজন ব্যক্তির কামনা অথবা অভিপ্রায় যা উক্ত ব্যক্তিকে কাজে প্রবৃত্ত করে থাকে। এটি নিছক কোনো নৈতিক অথবা তথ্যমূলক আশ্রয়বাক্য নয় যা কোনো ব্যক্তিকে নৈতিক কাজে পরিচালিত করে থাকে। বরং এটি হচ্ছে মৌলিক মানব মনস্তত্ত্ব। এনসকোম্বে (Anscombe) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে বিষয়টি তুলে ধরেন এভাবে: '...এটাকে এই মুহূর্তে নৈতিক দর্শন বলা আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে না, কাজেই মনোবিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না পাওয়া পর্যন্ত এটাকে যেকোনো হারে রাখা উচিৎ।'[১৫]

ম্যাকেন্টায়ার (MacIntyre) ও একই মনোভাব পোষণ করেন এবং তিনি লেখেন:

> এরিস্টটলের মতে, নৈতিক মনোবিজ্ঞান ছাড়া কেউ নীতিবিদ্যা বুঝতে পারে না; সদগুণের অধিকারী কেবলমাত্র একজন মানুষই হতে পারে এবং এটি মানুষের সুখের সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়টির উপলব্ধি ব্যতীত কেউ সদগুণ কী তা বুঝতে সক্ষম হতে পারে না। নৈতিকতাকে বোধগম্য পর্যায়ে আনতে তাকে অবশ্যই ভিত্তি হিসেবে মানব প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। [১৬]

এরিস্টটল এবং হিউম 'হয়-ঔচিত্য সমস্যা'টিকে যেভাবে তুলে ধরেন তার মূল কথা হচ্ছে যে, আমরা যদি নৈতিক যুক্তিকে নিষ্প্রাণ সহানুমান হিসেবে দেখি তাহলে কখনই তাদেরকে বুঝতে পারব না। আমরা যারা মানবজাতি তারা কিছু ধারণাশক্তি (প্রাকৃতিক অথবা অন্যান্য) অনুসারে কাজ করি। তার অর্থ এই নয় যে, উক্ত কাজগুলো করার পক্ষে আমাদের কোন নৈতিক কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, কোন কাজ করার পক্ষে আমাদের নৈতিক কারণ থাকতে পারে। তার অর্থ আবার এই নয় যে, আমরা উক্ত কারণগুলো থেকে ঐ সব কাজগুলোকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত করতে পারি। আমাদের যাই থাকুক না কেন তার সবই হচ্ছে নৈতিক যুক্তির 'নিচ-উপর' মূল্যায়ন।

নৈতিক যুক্তির 'নিচ-উপর' মূল্যায়নটি উত্থিত হয় আমাদের নৈতিক দাবি পোষণ করার সাথে সাথে। আমরা সাধারণত, একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমাদের নৈতিক দাবিসমূহ ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা মূল্যায়ন করি। এমনও হতে পারে যে, আমাদের দাবিসমূহ যুক্তিসঙ্গত নয়, সুতরাং আমরা যে ভুল করতে পারি সে ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। আসলে নৈতিক দাবি এবং নৈতিক কাজসমূহকে মূল্যায়ন করার জন্য কোনো সুস্পষ্ট সূত্র নেই। আমাদের নৈতিক জীবনকে পরিমাপনের এবং পাল্টা পরিমাপনের জন্য এটি হচ্ছে একটি সুষম প্রক্রিয়া। এটি আমাদেরকে পিছনে হিউমের কাছে নিয়ে যায় অর্থাৎ এটি আমাদেরকে হিউমের আইন বলে পরিচিত হিউমের সেই বহুল উদ্ধৃত গ্রন্থাংশে ফেরত নিয়ে যায়, তা হচ্ছে: 'অসদগুণ ও সদগুণের মধ্যকার পার্থক্য নিছক বস্তুসমূহের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বা বুদ্ধি দিয়েও তা প্রত্যক্ষিত হয় না।'[১৭]

উপসংহার

নীতিদর্শনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমস্যা হচ্ছে 'হয়-ঔচিত্য সমস্যা' এবং সমস্যাটির যে বর্ণনা বা সমাধানের প্রচেষ্টা উপরে বর্ণিত হলো এতে করে সমস্যাটিকে আর 'আমরা কি একগুচ্ছ তথ্যমূলক উক্তি থেকে একটি অনুজ্ঞামূলক উক্তি নিঃসৃত করতে পারি?'- এটা বলার প্রয়োজন নেই। এটি আর নিষ্প্রাণ কোন প্রদর্শনীর সাথে জড়িত নয়। এটাকে এখন বলা যেতে পারে 'আমরা কীভাবে নিশ্চিত

হতে পারি যে ব্যবহারিক (নৈতিক) বিষয় সম্পর্কিত যুক্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা হচ্ছি নৈতিক সত্তা?' এই নতুন উক্তিটি একজন মানুষ হতে গেলে যেসব অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, যেমন, ভুল করা মানুষের একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষের এই অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যকে নঞর্থকভাবে নেয়া উচিত নয়, কেননা এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের পূর্ণতাপ্রাপ্তি (সুখ অর্জন) কামনা করতে পারি। সেক্ষেত্রে তখন আর আমরা আমাদের অবরোহণের বৈধতার সাথে জড়িত থাকি না বরং তখন আমরা 'আমাদের কীভাবে জীবনযাপন করা উচিত?' তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাই। এর ফলে উক্ত মূল সমস্যাটি ('হয়-ঔচিত্য সমস্যা') সমাধান হয়ে যেতে পারে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. W. D. Hudson এই সমস্যাটিকে নীতিদর্শনের কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ W. D. Hudson,*The Is-ought Question*, ed., (London: Macmillan and Co., 1969), p. 23

২. R. M. Hare, *Freedom and reason* (Oxford: The Clarendon Press, 1963), p. 86

৩. D. Hume, *A Treatise of Human Nature*, edited by L. A. Selby-Bigge (Oxford: Clarendon Press, 1896), Book III.Part-1, Section-1, pp. 177-178

৪. ম্যাক্স ব্লেক হচ্ছেন একজন ব্রিটিশ আমেরিকান দার্শনিক যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একজন প্রভাবশালী বিশ্লেষণী দার্শনিক ছিলেন। ভাষা দর্শন, গাণিতিক দর্শন ও বিজ্ঞান এবং শিল্প দর্শনে তাঁর অবদান রয়েছে।

৫. D. Hume, op.cit., Book III.Part-1, Section-1, p. 101

৬. দেখুনঃ R. M. Hare, , *The Language of Morals*, (Oxford: Oxford University Press, 1952); Prior, A. N., *Logic and the Basis of Ethics*, (Oxford: Oxford University Press, 1949); Nowell-Smith, P. H., *Ethics* (Penguin, London, 1954); Searle, J. R., "How to derive "ought" from "is"", *The Philosophical Review* 73 (1), 1964; Toulmin, Stephen, *An Examination of the Place of Reason in Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1953); Anscombe,G. E. M., "Modern Moral Philosophy", *Philosophy* 33 (124), 1958; Ges Philippa Foot, "Moral Arguments, Mind", 67 (268), 1958.

৭. R. M. Hare, op.cit., pp. 86-95

৮. কেননা, 'ভাল', 'ন্যায্য' এবং 'ঔচিত্য' সম্পর্কিত ধারণা কোন প্রাকৃতিক গুণ নয় বরং এসব প্রত্যয় হেয়ারের মতে, নির্দেশমূলক শব্দের পারিভাষিক বিকল্প। যদিও নৈতিক তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে।

৯. Philippa, Foot, "Moral arguments", *Mind*, Vol. 67, Issue No. 268 (UK: Oxford Univercity Press, 1958), p. 502; https://doi.org/10.1093/mind/LXVII.268.502.

১০. *Ibid*, p. 505.

১১. *Ibid*, p. 510.

১২. *Ibid*, p. 513.

১৩. Aristotle, *Onthe motion of animals*, Web: http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/motion/. Date: 04-07-2017, p. 23.

১৪. *Ibid*, p. 24

১৫. G. E. M. Anscombe, "Modern Moral Philosophy", *Philosophy*, Vol. 33, No. 124, (Cambridge: Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of Philosophy, 1958), p. 1.

১৬. A. C. MacIntyre, "Hume on 'is' and 'ought'" *Philosophical Review*,67 (4), (U.S.A.: Duke University Press, 1959), p. 467.

১৭. D. Hume, op.cit., Book III.Part-1, Section-1, pp. 177-178.